R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অক্ঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
ক্যাস্ট্র, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৬৯শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
২ রা মার্চ, ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষান্মাসিক ৭৲

সরকারী আনুকুল্যলাভে বঞ্চিত জঙ্গিপুরের লোকশিল্পীরা মৃত্যুর কবলে

বিশেষ সংবাদদাতা : দশ হাজার টাকা খরচ করে রঘুনাথগঞ্জ শহরে যখন মুরশিদাবাদ জেলা লোক সংস্কৃত উৎসবের অঢেল আয়োজনে ব্যস্ত জঙ্গিপুরের তথ্য দপ্তর, ঠিক তখনই জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামগঞ্জে কয়েকশো দুঃস্থ লোকশিল্পী অনাহার ও অর্দ্ধাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর প্রহর গুণে চলেছেন। মুরশিদাবাদের গুটি কয় আমলা এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতায় সমস্ত রকম সরকারী আনুকুল্য থেকে এই সমস্ত লোকশিল্পীদের বঞ্চিত করে রাখার ঘটনা রীতিমত মর্মান্তিক। গত কয়েকদিন ধরে লোকশিল্পীদের সম্পর্কে খবরাদি সংগ্রহে যে সমস্ত তথ্য আমাদের হাতে এসেছে তা বিস্ময়কর। লোকশিল্পীরাও সে সব জেনে এবং শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যখন লোকশিল্পীদের দুর্দশা লাঘবে ব্যাপকতর উদ্যোগ নিতে চলেছেন ঠিক তখনই জেলা প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে হাতে রেখে জনকয় মাতব্বর মুরশিদাবাদের বুকে ছড়ি ঘুরিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন। তাই আলকাপ সম্রাট ঝাকসু ও কবিগানের পুরোধা গুমানী দেওয়ানের লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে মুরশিদাবাদের লোকশিল্পীরা আজ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে চলেছেন। দীর্ঘ অনাহারের পর মফিজুদ্দিনের মৃত্যুর ঘটনাতেও এই স্বার্থান্বেষী মহলের টনক নড়েনি। রাজ্য সরকার লোকশিল্পীদের এই অসহায় অবস্থায় উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতিটি জেলায় লোক সংস্কৃতি উৎসব করার সিদ্ধান্ত নেন বছর দুই আগে। ঐ উৎসবে জেলার বিভিন্ন লোকশিল্পীকে আমন্ত্রণ করে তাঁদের লোককলা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জামুয়ার পঞ্চায়েতে খরাত্রাণের টাকায় সেচ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে

বিশেষ সংবাদদাতা : খরাত্রাণ হিসেবে পাওয়া প্রায় ৩০ হাজার টাকায় পুষ্করিণী ও টিউবওয়েল সংস্কারের ফলে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতে সেচ ও পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতিও ১৬,৮০০ টাকা ব্যয়ে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে পুকুর খননের কাজে হাত দিয়েছেন। ১৭ ফেব্রুয়ারী এই সব উন্নয়নমূলক কাজ আমাদের মুখ্য প্রতিবেদককে সরজমিনে ঘুরিয়ে দেখানো হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সত্যব্রত ঘোষাল এবং বিডিও নিখিলরঞ্জন মণ্ডলও এই উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেন। খরাত্রাণে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ে ৯টি প্রকল্পের মধ্য সিদ্ধিকালী কালী মন্দির সংলগ্ন পরিখা খননের কাজটি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। ৭,৫৯৬ টাকা খরচ করে ২০০০ বর্গ ফুটের এই পরিখা প্রায় ২০০ বিঘে জমিতে প্রয়োজনে সেচের জল জোগাবে। অন্যদিকে মৎস্য চাষের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ও বাড়ানো যাবে। পঞ্চায়েত সমিতির প্রকল্প দুটিও বেশ বড় আকারের।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুলিশ হেফাজতে আসামী উধাও

নিজস্ব সংবাদদাতা : মকবুল সেখ নামে এক বাংলাদেশী আসামী রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়েছে সোমবার বিকেলে। মকবুলের বাড়ি বাংলাদেশের ছাপড়া-নবাবগঞ্জে। পুলিশ তাকে বিনা পাসপোর্টে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসার অভিযোগে আগের দিন গ্রেপ্তার করেছিল। সোমবার জঙ্গিপুর আদালতে হাজির করানোর জন্য নিয়ে যাবার সময় পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সে পালায়। তার আর এক সঙ্গী অবশ্য এখনও জঙ্গিপুর সাব জেলে রয়েছে। পালিয়ে যাওয়া মকবুলকে ধরতে পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে। আশপাশ থানাতেও ঘটনা জানানো হয়েছে।

মোরগ্রামে ব্রীজ বছর দেড়েক পর

নিজস্ব সংবাদদাতা : মোরগ্রামের কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কের মোড়টিকে বিপদমুক্ত করতে রেল দপ্তর রেল লাইনের উপর দিয়ে প্রস্তাবিত ব্রীজটির নির্মাণ কার্য্যে হাত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন বাধা দূর করে অবশ্য সে নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করতে এখনও বছর দেড়েক দেরী আছে। এই বিলম্বের কারণ রাজ্যের জাতীয় সড়ক বিভাগ কর্তৃক সেখানে ১৪·৫৫ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি ডাইভারসন রোড নির্মাণ। ঐ রোড নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, বছর দেড়েকের মধ্যেই রোড নির্মাণ ও মাটি ভরাটের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এবং তারপরে রেলওয়ে ব্রীজটির কাজে হাত পড়বে।

আইন অমান্যে পুলিশের লাঠি, আহত ১২

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি ও ইংরেজী তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক আইন অমান্যকারীদের উপর পুলিশী লাঠি চালনায় ১২ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধীকার রক্ষা কমিটি মুর্শিদাবাদের ৪টি মহকুমা শহরের মত সোমবার জঙ্গিপুর এস ডি ও অফিসের সামনে আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত নেন। এই উপলক্ষে কয়েকশো শিশু, ছাত্র-ছাত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি অফিস চত্বরে জমা হন। বেলা ৩টে নাগাদ দফায় দফায় তাঁরা আইন অমান্য শুরু করেন। শেষ দিকে একদল বিক্ষোভকারী যখন এস ডি ও অফিসের বারান্দায় ওঠার চেষ্টা করে তখন পুলিশ বেধড়ক লাঠি চালায়। পুলিশের লাঠিতে একজন অ্যাডভোকেটসহ প্রায় ১২ জন জখম

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংস্কৃতি উৎসবে লোকশিল্পীরা অবস্থান ও বিক্ষোভ দেখাতে পারেন

বিশেষ সংবাদদাতা : আসন্ন জেলা লোক সংস্কৃতি উৎসবে নিয়ে আসার জন্য জঙ্গিপুরের তথ্য আধিকারিক সৌরীন দাস বহু গ্রাম-গঞ্জ ঘুরেও লোকশিল্পীদের সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। শনিবার বিকেলে এক সাক্ষাৎকারে তাই শ্রীদাস উৎসবের সাফল্য নিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ উৎসব অনুষ্ঠানে প্রকৃত লোকশিল্পীদের বঞ্চনার খবর তাঁর কানেও পৌঁচেছে। তিনি এ দিনও জানান, তাঁর এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই। সমস্ত কিছু জেনেশুনেও তিনি সম্পূর্ণ অসহায়। এ দিকে খবর মিলেছে, এই উৎসব তাঁকে জঙ্গিপুরের মানুষের কাছে অপ্রিয় করে তুলতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি উৎসবের আগেই ছুটি নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করবেন। শুধু তিনিই নন্, সরকারী পর্যায়ের কয়েকজন স্থানীয় অফিসারও ব্যাপার স্যাপার দেখে শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে গড় হাজির থাকার চেষ্টা চালাবেন। ঐ দু'দিন তাঁরা অনেকেই অন্য কোথাও প্রোগ্রাম রেখে অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকবেন। সবার আশঙ্কা উৎসবকে ঘিরে অশান্তি হতে পারে। এই কারণেই নাকি উৎসবের স্থান হিসেবে এস ডি ও অফিস চত্বর সংলগ্ন রিক্রিয়েশন ক্লাব মঞ্চকে বেছে নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী দেবব্রত ব্যানারজির এই উৎসব উদ্বোধন করার কথা। আর এস পি'র এক নেতা জানান, সমস্ত ঘটনা নিয়ে ২ মার্চ তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। ঐ নেতার মতে গ্রাম-গঞ্জের মানুষ যে উৎসব নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন সেখানে কারও যোগ না দেওয়াই উচিত। জানা গেছে, মহকুমার লোকশিল্পীদের সংগ্রহ করে উৎসবের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ দেখানো হবে। এ ব্যাপারে জোর তৎপরতা চলেছে। শতাধিক লোকশিল্পীর একটি তালিকা আমাদের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।৺

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৯ সাল

॥ কেন্দ্রীয় বাজেট ॥

১৯৮৩-৮৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষিত হইয়াছে। বাজেট উপলক্ষ্য করিয়া মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কথাও শ্রুত হইতেছে। এই বাজেট উৎপাদন ও সঞ্চয় এই দুই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছে।

অবশ্য কিছু জিনিষের উপর কর-ভার কমান হইয়াছে; কিছু জিনিষের উপর কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রাজস্ব আদায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ৬১৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার নূতন কর ধার্য হইয়াছে। তথাপি প্রকৃত ঘাটতি ২২৫০ কোটি টাকার মধ্যে ১৫৫৫ কোটি টাকা ঘাটতি রহিবে। বস্তুতঃ এই বাজেট ঘাটতি বাজেট এবং নূতন কর ধার্য করিয়াও তাহা পূরণ করা যায় নাই।

বাজেটে আয়কর দাতারা কিছু সুবিধা পাইলেও বড় বড় শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার উপর আয়করের চাপ পড়িবে। অর্থমন্ত্রী তাঁহার প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধিকে জোরদার করা, মুদ্রাস্ফীতিকে রোধ করা, ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া, অবশ্য প্রয়োজন। বিনিয়োগ প্রভৃতির কথা চিন্তা করা হইয়াছে।

হ্রাস একদিকে এবং বৃদ্ধি আর একদিকে—ইহা লইয়াই এইবারের বাজেট প্রস্তুত হইয়াছে। আয়কর ব্যাঙ্কের ঋণে সুদের হার, নিউজপ্রিন্ট, প্রেসার কুকার, ষ্টোভ, চিনি, বাল্ব, টিউব, সার, সেচ-সরঞ্জাম, হাসপাতালের আসবাব প্রভৃতির উপর কর কমান হইয়াছে। কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে আয়করে সারচার্জ, কোম্পানীর আয়ে সারচার্জ, দস্তা, সাধারণ সিমেন্ট, বিদেশী তন্তু, সোডা, লেমনেড, সিগারেট প্রভৃতিতে। ফলতঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর উভয় প্রকারই বহন করিতে হইবে।

ইতিপূর্বে পেট্রোল, ডিজেল, প্রভৃতির উপর কর বৃদ্ধি হওয়ায় পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি, কেরোসিন ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; পরিবহনের খরচ বাড়িলে পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়িবেই। রেল ভাড়া বাড়িয়াছে যাত্রী ও মালবহন উভয়দিকেই। সুতরাং কম বেশী দ্রব্যমূল্য যে বাড়িবে না, তাহা নয়। আর তাহার জন্য পয়সা গণিতে হইবে সর্বস্তরের মানুষকেই। সুতরাং বাজেটের দিকে দৃষ্টি দিলে স্বস্তির শ্বাস ফেলিবার অবকাশ কতটুকু, তাহা ১৯৮৩-৮৪ এর আর্থিক বৎসরে বুঝা যাইবে।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

শুধু একটি রাতের ব্যবধান। পরের দিন সকালে পরীক্ষার্থীরা যাত্রা করবে। কপালে চন্দন দইয়ের ফোঁটা। পকেটে নির্মাল্য। অভিভাবকদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পরীক্ষায় বসবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা।

পরীক্ষার্থীরা যাবে দুরু-দুরু মন নিয়ে। ঘাড়ে একরাশ উৎকণ্ঠার বোঝা। নিয়মিত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মধ্য দিয়ে পরীক্ষার পড়া প্রস্তুত করতে হয়েছে। সুদূর গ্রামাঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ প্রবেশ করেনি সেখানে কেরোসিন তেলের হাহাকার। হাহাকার শহরাঞ্চলেও। বিদ্যুৎ বিভ্রাট কেরোসিন তেলের আকাল—এর মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার পড়া চালাতে হয়েছে। তার উপর সারা পশ্চিমবাংলায় এবার অভূতপূর্ব খরা পরিস্থিতি ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিকতার উপর—বিশেষতঃ গ্রাম অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর আঘাত হেনেছে।

ভাবনাটা অভিভাবকদেরও। তাঁরা বর্তমান দুর্মুল্যের বাজারে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ চালিয়েছেন। সাধ্যমত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। তাঁরাও আশা করছেন ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা ভালো হোক। কারণ বাবা মায়ের আশা তাদেরকেই ঘিরে।

শুধু অভিভাবকই নয়। শিক্ষকরাও ভাবেন। সারা বৎসর ধরে যে ফসল বপন করলেন—সে ফসল ঘরে কতটা আসবে সে চিন্তা তাঁদের মনে। তবে ভাবনাটা এখানেই শেষ হয়ে যায় না। ভবিষ্যতের ভাবনাটাও সকলকে পেয়ে বসেছে। এবৎসর সারা পশ্চিমবাংলায় প্রায় তিন লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে।

এদের অর্ধেক যদি সফল হয় তবে সমস্যা দেখা দেবে ভর্তির ব্যাপারে। এ বিষয়ে এখন থেকেই ছাত্র-অভিভাবক সকলেই চিন্তাকুল। কি হবে সেটা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

মণি সেন

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

টেলিফোনে লোডসেডিং

আপনাদের পত্রিকায় রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন কর্তৃপক্ষের জনসেবায় ব্যর্থতার একটা দিক তুলে ধরার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু অবস্থা আরও খারাপ নদীপারের জঙ্গিপুর এক্সচেঞ্জটির—যা কিনা রঘুনাথগঞ্জের কর্তাদের দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত। আর আমরা জঙ্গিপুরের গ্রাহক তথা জনসাধারণ সব কিছু সহ্য করছি নিরুপায় হয়ে। আমাদের অভিযোগ শোনার মত কোন মহাশয়ই জঙ্গিপুর অফিসে কখনই থাকেন না। জনমানবশূন্য এই এক্সচেঞ্জটিতে সবসময়ই তালা ঝোলানো। এটি অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ সে জন্যই বোধ হয় কর্তারা এটকে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিয়েছেন। কোন লোক রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না তাঁরা। খাতা কলমে হয়তো অনেকেরই ডিউটি আছে। আর যদি রঘুনাথগঞ্জের কর্তাদের কিছু বলতে চান তবে আপনি মহাদোষী—আপনাকে কল বুক করতে হবে (চার্জ ১ টাকা) তবে আপনার অভিযোগ শোনা হবে। জঙ্গিপুর ডাইরেক্টরীতে '২০' একটা নম্বর আছে অভিযোগ জানানোর জন্য। কিন্তু সেখানে আপনি যখনই কল করবেন একটা বাচ্চা মেয়ে উত্তর দেবে 'কেউ নেই'। মাসের মধ্যে ২০ দিনই উভয়পারের যোগাযোগকারী লাইনটি খারাপ থাকে, যদিও একাধিক লাইন আছে। শুনে আশ্চর্য হবেন না জঙ্গিপুরে বিদ্যুৎ এর মতন ফোনেও লোডসেডিং হয়। অর্থাৎ বিদ্যুৎ না থাকলে ফোনও ডেড থাকে। আবার বিদ্যুৎ এলেই সচল হয় আমাদের টেলিফোন যন্ত্রগুলি এত কিছুর পরও যদি আপনি কোনক্রমে 'O' পান তবে দূরবর্তী লাইন চাইলেই শুনবেন লাইন খারাপ এই তোতাপাখীর বুলিটি। মাসের মধ্যে ২৯ দিনই গুরুত্বপূর্ণ কোলকাতা লাইন খারাপ থাকে। রাত্রিতে ষ্টেশন, থানা বা হাসপাতালে অনেকেরই প্রয়োজন থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু অপারেটর বাবুর ঘুম ভাঙ্গাই কার সাধ্য। এ অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকেরই কম বেশী আছে। কর্তাদের এসবের বিহিত করার কোন চেষ্টা আছে বলে মনে হয় না। তবে টেলিফোনে অভিযোগ করলে ১ টাকা সেলামী লাগে। ডিপার্টমেন্টের সেটাই লাভ। ওটা অবশ্য রঘুনাথগঞ্জের গ্রাহকদের জন্য মাফ। জানিনা কি দোষে নদী পারের গ্রাহকদের প্রতি এত অবিচার, অবহেলা। আর প্রতিকারের আশা সেতো বৃথাই।

নন্দকিশোর মূন্দ্রা
জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

চাঁদা দিইনি

আপনার সংবাদপত্রে ২ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'সাহেবের গোঁসা' শীর্ষক সংবাদটি আমার দৃষ্টিতে পড়েছে। খবরটি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত কয়েকটি সামগ্রীর লাইসেন্স আছে। কিন্তু কই, ফুড সাপ্লাই অফিসের শাখা নিয়ামক বা তাঁর কোন কর্মচারী তো আমার কাছে চাঁদা চাননি। জুলুমতো দূরের কথা। তবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি কিছু ব্যক্তি উপযুক্ত রসিদ দিয়ে কিছু চাঁদা দিয়েছে। তা নিয়ে জুলুম হয়েছে একথা মিথ্যে।

ভবানীচরণ হাজরা
রঘুনাথগঞ্জ

স্কুল বিষয়ক সংকলন ফিনিক

স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে ত্রৈমাসিক সাহিত্য সংকলন 'ফিনিক' প্রকাশের পথে। নতুন ধরনের এই সাহিত্য সংকলনে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, স্কুলের নানা অনুষ্ঠান, সমস্যা এবং ফলাফলের খবর সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠাতে পারবে। সম্পাদক 'ফিনিক' প্রযত্নে পণ্ডিত প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ।

পানীয় জলের ব্যবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দুটির জন্য সমান অংশে সাকুল্যে ১৬,৮০০ টাকা খরচ হয়েছে। দুটি প্রকল্পই পুকুর খননের। উদ্দেশ্য সেচের সুব্যবস্থা করা। শিশু পার্ক করার উদ্দেশ্যে মাটি ভরাটের কাজ করা হচ্ছে সেগুা গ্রামে। ঐ পার্কটি তৈরী করতে খরচ হবে প্রায় ২৫ হাজার টাকা। অবশ্য এ টাকা পঞ্চায়েত দিচ্ছে না। প্রধান অনিল মুখার্জি জানান, খরাত্রাণের টাকায় তাঁর এলাকায় একদিকে যেমন গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি বহু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেছে। তিনি জানান, খরার মুখে যাতে পানীয় জলের সঙ্কট না হয় তার জন্য ১৯২৪ টাকা খরচ করে বিভিন্ন গ্রামে ১০টি টিউবওয়েল মেরামত করা হয়েছে।

জঙ্গিপুর সংবাদ

(সাপ্তাহিক সংবাদপত্র)

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ : ৪নং ফরম ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—"জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়, পণ্ডিত প্রেস, চাউল পটী পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ) ২। প্রকাশের সময় ব্যবধান সাপ্তাহিক। ৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—অমুত্তম পণ্ডিত, জাতি—ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান—চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ) ৬। এই সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—স্বত্বাধিকারী—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত ও শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিত, পণ্ডিত-প্রেস, চাউল পটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। আমি, অমুত্তম পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। স্বাঃ—অমুত্তম পণ্ডিত, প্রকাশক রঘুনাথগঞ্জ, ২রা মার্চ, ১৯৮৩।

পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০ ফেব্রুয়ারী আহিরণে সরস্বতী পুজোর শোভাযাত্রায় বরুণ দাস (২০) নামে এক যুবককে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি প্রচণ্ড ভাবে প্রহার করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান হতে বহরমপুর সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে পরদিন তাঁর মৃত্যু হয়। গ্রাম্য দলাদলিই তাঁর মৃত্যুর কারণ বলে জানা গেছে। বরুণ জঙ্গিপুর কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিল।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি।

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

বিশেষ বাসের ব্যবস্থা

রঘুনাথগঞ্জ, ২ মার্চ : আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য বিশেষ বাস চালান হবে বলে জেলা আর, টি,এ কর্তৃপক্ষ ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক মহঃ নাজিমুদ্দিনকে এক পত্রে জানিয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের জন্য বাড়ালা অভিমুখে রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা থেকে সকাল ৮-১১, ৮-৩০ ও ৯-১০, সাগরদীঘি থেকে রঘুনাথগঞ্জ আসবে সকাল ৭-২০ ও ৮-০০ এবং লালগোলা থেকে ছাড়বে সকাল ৮-১৫। পরীক্ষা শেষে বাড়ালা থেকে ছাড়বে বিকেল ৫-২৫ ও ৫-৪৫, সাগরদীঘির গাড়ী ফুলতলা থেকে ছাড়বে বিকেল ৫-৩০ এবং জঙ্গিপুর থেকে লালগোলা অভিমুখে ছাড়বে বিকেল ৫-৩০ মিঃ।

ফের ডাকাতিতে সাগরদীঘিতে উদ্বেগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানা এলাকায় ফের ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারী গাদী গ্রামে এমরান সেখের বাড়িতে একদল ডাকাত হানা দিয়ে ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ চালায়। গৃহস্বামীর উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে পালাবার সময় নিজেদের বোমা বিস্ফোরণে এক ডাকাতের মৃত্যু হয়। মৃত ডাকাতটি নাকি রঘুনাথগঞ্জ থানার খোসালপুরের বাসিন্দা। অভিযোগ ডাকাতদলের কয়েকজনকে কেও কেও চিনতে পেরে সাগরদীঘি থানায় গিয়ে তাদের পরিচয় জানানো সত্ত্বেও পুলিশ, তাদের গ্রেপ্তার করছে না।

বলরামবাটী গ্রামেও ১৪ ফেব্রুয়ারী অমিয় রায়ের বাড়িতে আর একটি ডাকাতির খবর মিলেছে। ডাকাতদলটি কিছু স্বর্ণালঙ্কার, বাসনপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।

খেলার খবর

সাগরদীঘি : বালিয়া আঞ্চলিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বালিয়া নেতাজী সংঘ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ব্লকভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও ছেলেদের বিভাগে ঐ সংঘ চ্যাম্পিয়ান হয়ে গ্রামের ও সংঘের শ্রীবৃদ্ধি করেছে।

বালিয়া আঞ্চলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১১টি স্কুল অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে বিন্দুবাসিনী প্রাথমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশীপ হয়েছে। এমন কি সাগরদীঘি চক্রের বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ২৭ পয়েন্ট পেয়ে ঐ স্কুল এবার সাগরদীঘি চক্র চ্যাম্পিয়ন হয়ে শীল্ড লাভ করেছে।

Abridged tender Notice No. 11 of 1982-83 of G. A. E. Division

Sealed tenders are invited in W. B. F. No. 2911 (i) from enlisted class IV contractors of any Division under C. I. Circle and bonafide outside contractors for the work detailed below by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad, Estd. cost and earnest money are :

1. Slope cutting on the right bank of river Ganga at Sagarpara area in P. S. Jallangi in connection with Draught relief works ; Rs. 16,425/ ; Rs. 411/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from above office upto 4-00 P. M. in any working day, last date of application for purchasing tender from is 7. 3. 83 upto 1-00 P. M. Last date for receipt of tender is 9. 3. 83 upto 3-00 P. M.

B. K. Das Gupta
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division

Abridged tender notice no. 10 of 1982-83 of G.A.E. Division, Raghunathganj

Sealed tenders are invited in W. B. F. no. 2911 (ii) from enlisted class-I contractor of I & W. Deptt. and bonafide outside contractors for works detailed below by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad, Estimated costs & earnest moneys are :

1. Supply of boulders at Jamalpur (Mouza Sagarpara) in P. S. Jallangi, Group I ; Rs. 2,90,693/- ; Rs. 5,814/-
2. -do- -do- Group II ; Rs. 2,90,693/- ; Rs. 5,814/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from the above office upto 4-00 P. M. in any working days ; Last date of application for purchasing tender form is 7. 3. 83 upto 1-00 P. M. Last date of receipt of tender is 9. 3. 83 upto 3-00 P. M.

B. K. Das Gupta
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

লোকশিল্পীরা মৃত্যুর কবলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। লোক সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত কর্মীদের ডাকার সিদ্ধান্ত হয় সেখানে। গত দু'বছর ধরে এই সব উৎসবের সময় রাজ্য সরকার ওয়ার্কশপের আয়োজন করে লোকশিল্পীদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেন। এই সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সরকার লোকশিল্পীদের অর্থ সাহায্য ও অন্যান্য সহযোগিতা দেবেন। কিন্তু রহস্যজনক কারণে গত জেলা ও রাজ্য উৎসবে জঙ্গিপুর মহকুমার একজন লোকশিল্পীও যোগ দেননি। তাঁদের নাকি কোন রকম আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। লালবাগে এ. নিয়ে প্রতিবাদ করেন স্থানীয় এক উৎসাহী মানুষ। তাঁকে জানানো হয়, জঙ্গিপুরে কোন লোকশিল্পীর খবর সরকারী পর্যায়ে অফিসারদের কাছে নেই। আমাদের খবর সমস্তটাই করা হয়েছে ইচ্ছাকৃত ভাবে। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রে এই মহকুমার লোকশিল্পীদের সরকারী দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত করার জন্যই এমনটি করা হয়েছে। অপরদিকে কান্দীর লোকশিল্পীদের ব্যাপক সংখ্যায় সুযোগ করে দিয়ে কেও কেও দু'হাতে নাকি পয়সা লুঠছেন। জঙ্গিপুরের কয়েকশো শিল্পী এর ফলে শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য থেকেই বঞ্চিত হয়েছে তাই নয়, তাঁদের লোককলা বৃহত্তর জন সমাজের কাছে পৌঁছে দিতেও ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরা। লোকশিল্পীদের প্রতি এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে জোট বাঁধার আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পীদেরই কয়েকজন। সমস্ত ঘটনা রাজ্যের তথ্য ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখে 'সংস্কৃতি নিয়ে অনাচার' বন্ধের আর্জি জানাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে খবর।

সংস্কৃতি উৎসবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাতে এসেছে। তাদের মতামত সংগ্রহ করে তা জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ দিকে সংস্কৃতি উৎসবের সঙ্গে যে সমস্ত স্থানীয় ব্যক্তিকে রাখা হয়েছে তাঁরাও মানসিক অস্বস্তিতে ভুগছেন। উৎসবকে সফল করে তুলতে তাঁরা লোক সংস্কৃতির মানুষদের সকলকে এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা না মানায় তাঁরাও ক্ষুব্ধ।

আইন অমান্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হন। ৮ জনকে সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই লাঠি চালনাকে কেন্দ্র করে আইন অমান্যকারীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং উপস্থিত পুলিশ অফিসারদের কাছে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে থাকে। বিক্ষোভকারীদের অনেক নেতা পরে জানান, এস ডি পি ওর উপস্থিতিতে এই লাঠি চালনা পুলিশের পূর্ব পরিকল্পিত। মঙ্গলবার বিকেলে স্বাধীকার রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এক প্রকাশ্য সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের লাঠি চালানোর তীব্র নিন্দা করেন।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

কলিকাতার মনহরণকারী এম, এ, পাস করার প্রচার পত্রে বিভ্রান্ত না হয়ে আসল প্রশ্ন পত্রের জন্য এখানে আসুন

Visiting Hours :
Every Day-4 p. m. to 9. p. m.
Sunday-11 a. m. to 5. p. m.
Phone : 35-5143

Mr. N. K. Pahari M. A. (Double)
(Sree Panchami)
89, B. B. Ganguly Street
Calcutta 700012

(Opp.—Goenka College & by the side of Gour Dey Lane)

শ্রীপঞ্চমীকৃত

* বাংলা ভাষায় ১৯৮১ সালের এম-এ, ইসলামিক ইতিহাসে প্রতি পেপারে ৮টি করে উত্তর পত্র নিয়ে ৪ মাস পড়ে পাস করুন।
* বাংলা এম-এ এবং ইংরাজী এম-এ তে নির্ভরযোগ্য প্রশ্ন উত্তর এবং কোচের জন্য যোগাযোগ করুন।

বিঃ দ্রঃ এম-এ, বাংলা, ইংরাজী, ইসলামিক ইতিহাসে প্রতি রবিবারে কোচিং চলিতেছে।

একটি সুসংবাদ

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।